ভোরের কাগজ

তারিখ ..JAN. 6. 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪০ কলাম ..7.....

101

ভোরের কাগজ দেশের কম্পি... কম্পিউটার

তথ্যপ্রযুক্তির ১৯৯৮ সালের ১০টি উল্লেখযোগ্য ঘটনা

বিশ্বজুড়ে তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৯৮ সালে। নতুন ধরনের প্রযুক্তি উদ্ভাবন থেকে শুরু করে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব সবই ছিল চরম আকারের। তথ্যপ্রযুক্তি পরাশক্তি মাইক্রোসফট যেমন চারদিক থেকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে তেমনি এ্যাপল নিমজ্জিত অবস্থা থেকে গত বছরের শেষে বিশালভাবে ফিরে এসেছে। ১৯৯৮ সালে সবচেয়ে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটেছিল ইন্টারনেটে। কেনেথ স্টারের বিল ক্লিনটন সম্পর্কিত ইন্টারনেটে রিপোর্ট প্রকাশ সাধারণ মানুষের মধ্যে ইন্টারনেটের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। এ রকম প্রচুর ঘটনায় ভরপুর ছিল ১৯৯৮ সাল। তার মধ্য থেকে ইন্টারনেটের জনপ্রিয় কম্পিউটার বিষয়ক ওয়েব সাইট তথ্যপ্রযুক্তির শীর্ষ দশটি ঘটনাকে সনাক্ত করেছে। এগুলো হলো :

১. মাইক্রোসফটের বিরুদ্ধে এন্টি ট্রাস্ট মামলা
২. লিনাক্সের ওপেন সোর্স আন্দোলনে নেতৃত্বদান
৩. ইন্টারনেটে প্রবেশদ্বার নিয়ে তুমুল প্রতিযোগিতা
৪. পিসির ব্যাপক মূল্যহ্রাস
৫. বড় বড় কোম্পানিগুলোর মধ্যে একত্রীকরণ বৃদ্ধি
৬. চিপ ইন্ডাস্ট্রিগুলোর বেঁচে থাকার লড়াই
৭. বিভিন্ন রেকর্ডের মাধ্যম হিসেবে ইন্টারনেটের ব্যবহার
৮. ইন্টারনেট সংক্রান্ত প্রচুর আইন-কানুন প্রণয়ন
৯. একাধিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইন্টারনেটের ডোমেন নাম বিতরণ প্রক্রিয়া
১০. আইম্যাকের কল্যাণে এ্যাপলের পূনরুজ্জীবন

আমরা আজ থেকে আগামী দশ দিন প্রতিদিন এই দশটির একটি একটি করে আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আজকের রয়েছে আইম্যাকের কল্যাণে এ্যাপলের পূনরুজ্জীবন।

আইম্যাকের কল্যাণে অ্যাপলের পুনরুজ্জীবন

স্টিভ জব অ্যাপলের অন্তবর্তীকালীন প্রধান নির্বাহী হিসেবে ফিরে আসেন ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে। তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম কোম্পানিকে লাভের মুখ দেখাতে পেরেছেন তিনি। লাভের মুখ দেখার প্রধান কারণ ছিলো ব্যাপক বাজার পাওয়া আইম্যাক। জব প্রথমতঃ লাইসেন্স ডিল বাতিল করেন যা কার্যকরভাবে অ্যাপলের ক্লোন বাজার দূরীভূত করে। এরপর তিনি মাইক্রোসফটের সাথে যৌথ পরিকল্পনার অধীনে ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমের সাথে ইন্টারনেট এক্সপ্লোরার ব্রাউজার যুক্ত করেন যা ছিলো অ্যাপলের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যের পরিপন্থী। এছাড়া মাইক্রোসফট অ্যাপলে ২৫০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছেন এবং সর্বাধিক বিক্রিত অফিস এ্যাপ্লিকেশন স্যুটের ম্যাকিনটোশ ভার্সন ডেভলপ করার ক্রমাগত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন। গত আগষ্টে বাজারে আসা আইম্যাক অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। ফ্লপি ড্রাইভ না থাকার কারণে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও প্রথম মাসে আইম্যাকের আড়াই লাখেরও বেশী ইউনিট বিক্রি হয়। ইমেশন ও আইওমেগার জনপ্রিয় স্টোরেজ প্রোডাক্টের আইম্যাক ভার্সন বাজারে বের হয়। আগফাসহ অনেক প্রিন্টার নির্মাতা আইম্যাক উপযুক্ত প্রোডাক্ট বাজারে নিয়ে আসে। গত অক্টোবরে অ্যাপল ব্যাপক প্রত্যাশিত ম্যাক OS ৮.৫ বাজার নিয়ে আসে। এতে আছে শার্লক প্রযুক্তি, যা দ্রুত ওয়েব সার্চিং এর জন্য সার্চ ইঞ্জিনের সাথে কাজ করে। পিসি ডাটা প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গত অক্টোবরে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাওয়া আইম্যাকের অবস্থান ছিলো সর্বাধিক বিক্রিত কম্প্যাকের প্রেসারিও ৫০৫০ এর ঠিক পিছনে। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসে অ্যাপল আপগ্রেডেড আইম্যাক বাজারে নিয়ে আসছে এবং বর্তমান মডেলের দাম ১২৯৯ ডলার থেকে কমিয়ে ৯৯৯ ডলার করবে। বিনিয়োগকারীরা অ্যাপলের প্রতি ঝুঁকছেন। বিগত দুটি কোয়ার্টারে অ্যাপল ওয়াল স্ট্রীট ধারণা অতিক্রম করেছে এবং চতুর্থ কোয়ার্টারে ১০৬ মিলিয়ন ডলার মুনাফা অর্জন করেছে। ● তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নতুন এসআরও

মডেম নিয়ে জটিলতার অবসান

অবশেষে মডেম, ব্ল্যাঙ্ক সিডি এবং মাল্টিমিডিয়া স্পীকার বিষয়ক জটিলতার অবসান হয়েছে। কম্পিউটারের উপর হতে শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করা হলেও মডেম, ব্ল্যাঙ্ক সিডি এবং মাল্টিমিডিয়া স্পীকারের উপর ডিউটি আরোপ করা হতো। এই বিষয়টি নিয়ে কম্পিউটার ব্যবসায়ীদের সাথে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মন কষাকষি চলছিল। রাজস্ব কর্মকর্তারা মডেমকে ফ্যাক্স মেশিন, খালি সিডি এবং মাল্টিমিডিয়া স্পীকারকে অডিও আইটেম হিসেবে চিহ্নিত করে ডিউটি আরোপ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতো। এই বিষয়টি নিয়ে কম্পিউটার কর্নারে গত ৬ ডিসেম্বর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। কম্পিউটার ব্যবসার সাথে জড়িত অনেকেই এই ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি সমস্যাটি নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে কথা বলেছে। সমস্যাটি নিরসনকল্পে ইতিমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে। গত ২০ ডিসেম্বর, '৯৮ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ বিষয়ে একটি এসআরও জারী করেছে। এই এসআরও অনুসারে এখন থেকে মডেম, খালি সিডি এবং সিডি-রমের সাথে আসা জোড়া স্পীকারের উপর কোনো শুল্ক ধার্য হবেনা। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই সিদ্ধান্তকে বিসিএসসহ কম্পিউটার ব্যবসায়ীরা স্বাগত জানিয়েছে।

● বিআইএএসএল প্রতিবেদন

১০১.